হাদিসের প্রামাণিকতা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1434

IslamHouse.com

حجية الحديث

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1434

IslamHouse.com

হাদিসের প্রামাণিকতা

ইসলামী শরীয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনুল কারীমের পর ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদিস। এতে বর্ণিত আমল, আদেশ, নিষেধ অবশ্য পালনীয়, যদিও কুরআনে তার উল্লেখ নেই। তাই কুরআনের ন্যায় হাদিসও পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দলিল। দ্বিতীয়ত কুরআন কতক মৌলিক ও সাধারণ নীতিমালার সমষ্টি, হাদিস তার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। মানব জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি তার মূলনীতির উপর প্রয়োগ করেছে হাদিস। এ জন্য কুরআনের পাশাপাশি হাদিস গ্রহণ করা ব্যতীত ইসলাম কখনো পরিপূর্ণ ও কামিল হতে পারে না। কুরআনের অনেক আয়াত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত অসংখ্য হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য, তার হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করার নির্দেশ প্রদান করেছে। অধিকন্তু হাদিসের প্রামাণিকতার উপর উম্মতের ইজমা ও ইমামদের বাণী তো আছেই। এখানে আমরা হাদিসের প্রামাণিকতার উপর কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আমল, ইজমায়ে উম্মত ও ইমামদের কতক বাণী পেশ করছি:

হাদিসের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআনের দলিল:

১. কুরআনুল কারীমের কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ওয়াজিব, তার বিরোধিতা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলের আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করা। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ [النساء : ٥٩]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”।[1]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা নিজের ও তার রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদানের জন্য (وأطيعوا) ক্রিয়াটি পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এ

---

[1] সূরা নিসা: (৫৯)

দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, রাসূলের আনুগত্য করা এককভাবে ফরয, তার নির্দেশকে কুরআনের সামনে রেখে যাচাই করার প্রয়োজন নেই, বরং সর্বাবস্থায় তার নির্দেশ মানা ওয়াজিব, কুরআনে থাক বা নাক। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ ۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَـٰلَكُمۡ ٣٣ ﴾ [محمد : ٣٣]

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না"।[2]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠ ﴾ [النساء : ٨٠]

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করি নি"।[3] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧ ﴾ [الحشر: ٧]

---

[2] সূরা মুহাম্মদ: (৩৩)

[3] সূরা আন-নিসা: (৮০)

“রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর”।[4] এ থেকে প্রমাণিত হয় হাদিস দলিল ও ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ এক উৎস।

২. কতক আয়াতে ঈমানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য, তার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তার আদেশ-নিষেধকে মেনে নেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦ ﴾ [الاحزاب : ٣٦]

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে”।[5]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

---

[4] সূরা আল-হাশর: (৭)

[5] সূরা আহযাব: (৩৬)

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٦٥ ﴾ [النساء : ٦٥]

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়"।[6]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥١ ﴾ [النور : ٥١]

"মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম"।[7] এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মেনে নেয়া ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ঈমানের অংশ।

[6] সূরা আন-নিসা: (৬৫)

[7] সূরা আন-নুর: (৫১)

৩. কুরআনুল কারীমের কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আল্লাহর পক্ষ থেকে একপ্রকার ওহী, তিনি নিজের পক্ষ থেকে শরীয়তের বিষয়ে কিছু বলেন নি। তাই তার হারাম করা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ٤٦ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ ٤٧ ﴾ [الحاقة: ٤٤، ٤٧]

“যদি সে আমার নামে কোন মিথ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার থাকত না”।[8]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩﴾

“তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

---

[8] সূরা আল-হাক্কাহ: (৪৪-৪৭)

যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযইয়া দেয়”।[9]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْۚ ١٥٧ ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

“যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে”।[10] এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, হাদিস আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী, তাই কুরআনের ন্যায় হাদিসও দলিল।

৪. কতক আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যা দানকারী এবং তিনি উম্মতকে

---

[9] সূরা আত-তাওবাহ: (২৯)

[10] সূরা আল-আরাফ: (১৫৭)

হিকমত শিক্ষা দেন, যেমন তিনি শিক্ষা দেন কুরআন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ٤٤]

“এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে”।[11]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤﴾ [النحل: ٦٤]

“আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে”।[12]

﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ١١٣﴾ [النساء : ١١٣]

“আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত”।[13]

---

[11] সূরা আন-নাহাল: (৪৪)

[12] সূরা আন-নাহাল: (৬৪)

[13] সূরা নিসা: (১১৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ ٣٤ ﴾ [الاحزاب : ٣٤]

“আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো।[14]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤ ﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল”।[15]

আলেমগণ বলেছেন: এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। ইমাম শাফে‘ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াতে কিতাব উল্লেখ করেছেন,

---

[14] সূরা আহযাব: (৩৪)

[15] সূরা আলে-ইমরান: (১৬৪)

যার অর্থ কুরআন। আমি কুরআনের এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট, তিনি বলেছেন: হিকমত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। এখানে কুরআন উল্লেখ করে তার পশ্চাতে হিকমত উল্লেখ করা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এখানে হিকমত অর্থ হাদিস ভিন্ন অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও হাদিস এ দু'টি বস্তুই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন। দ্বিতীয়ত এখানে যেরূপ কুরআনের পাশাপাশি হিকমত রয়েছে, সেরূপ আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্য মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদিস ব্যতীত অন্য কিছু ফরয বলা বৈধ নয় ..."।[16]

৫. কুরআনে যেসব ইবাদত ও আহকাম অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হাদিস তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর সালাত ফরয করেছেন, কিন্তু তিনি তার সময়, রোকন ও রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সালাত ও প্রশিক্ষণ দ্বারা মুসলিমদের তার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

«صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري.

---

[16] আর-রেসালা: (৭৮)

“তোমরা সালাত আদায় কর, যেমন আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ”।[17]

আল্লাহ তা‘আলা হজ ফরয করেছেন, কিন্তু তার মাসায়েল বর্ণনা করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাসায়েল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» رواه مسلم.

“তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজের মাসায়েল শিখে নাও”।[18]

আল্লাহ তা‘আলা যাকাত ফরয করেছেন, কিন্তু কোন্ সম্পদ, কি পরিমাণ ফসল ও কোন্ জাতীয় ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ফরয হবে, তার বর্ণনা দেন নি, অনুরূপ তার প্রত্যেকটির নিসাবও বর্ণনা করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব হাদিস ব্যতীত কুরআন বুঝা অসম্ভব।

৬. কুরআনে বর্ণিত অনেক সাধারণ নীতিকে হাদিস খাস করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ١١ ﴾ [النساء : ١١]

---

[17] বুখারি: (৫৫৭৬)

[18] মুসলিম (১২৯৭)

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ”।[19]

উত্তরাধিকার বা মিরাসের ক্ষেত্রে এখানে কুরআন একটি সাধারণ নীতির বর্ণনা দিয়েছে, যা প্রত্যেক মাতা-পিতা ও তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু হাদিস খাস করে দিয়েছে যে, পিতা নবী হলে তার সম্পদের মধ্যে মিরাস প্রতিষ্ঠিত হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» رواه مسلم.

“আমরা নবীদের জামাত, আমাদের কেউ উত্তরাধিকার হয় না, আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ সদকা”।[20]

আর উত্তরাধিকারী থেকে হত্যাকারীকে বাদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يرث القاتل»، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.

“হত্যাকারী উত্তরাধিকার হবে না”।[21] অতএব কুরআনের সাধারণ নীতি শামিল করলেও হাদিসের কারণে নবীদের সম্পদে

---

[19] সূরা নিসা: (১১)

[20] মুসলিম।

[21] তিরমিযি ও ইমাম আহমদ প্রমুখগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আলবানি তা সহিহ বলেছেন।

উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সন্তান হত্যাকারী হলে পিতার সম্পদের মিরাস পাবে না।

৭. কুরআনে বর্ণিত অনেক অনির্দিষ্ট বিধানকে হাদিস নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا ٣٨ ﴾ [المائدة: ٣٨]

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও"।[22]

এখানে হাত কাটার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়নি, হাতের কব্জি, বাহু ও ভুজ সবার উপর (يد) শব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু হাদিস তা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, কব্জি থেকে হাত কাঁটা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তাই ছিল:

«أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف» .رواه الدار قطني.

"জনৈক চোরকে উপস্থিত করা হলে তার হাত কব্জি থেকে কর্তন করা হয়"।[23]

৮. কুরআনে বর্ণিত বিধানকে হাদিস কখনো শক্তিশালী করেছে, কখনো তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ, এসব ইবাদতের বর্ণনা যদিও কুরআনে রয়েছে, তথাপি হাদিস তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

---

[22] সূরা আল-মায়েদা: (৩৮)

[23] দারা কুতনি; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, নং ১৭২৪৮।

কুরআনের বিধান ব্যাখ্যাকারী হাদিসের উদাহরণ:

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ٢٩ ﴾ [النساء : ٢٩]

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা"।[24]

এ আয়াত প্রমাণ করে পরস্পর সম্মতিতে হলে সব ধরণের ব্যবসা বৈধ ও হালাল। কিন্তু হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে এসে দেখেন, কৃষকরা গাছের ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, অথচ ক্রেতা ফলের পরিমাণ ও ভাল-মন্দ জানতে পারে না। যখন ফল কাঁটার মৌসুম হয়, তখন গাছে ফল না থাকলে বা কোন কারণে ধ্বংস হলে উভয়ের মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে অধিক ঠাণ্ডা, বা ফল বিনষ্টকারী গাছের রোগ বা পোকার আক্রমণের কারণে ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে এরূপ ঘটনা ঘটে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় বেচাকেনা হারাম করে

[24] সূরা নিসা: (২৯)

দেন, যতক্ষণ না ফলের আসল আকৃতি বের হয়, এবং যতক্ষণ না ক্রেতা ফলের আসল প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন:

«أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟» رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি আল্লাহ গাছে ফল না দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্পদ ভক্ষণ করবে"?[25]

৯. হাদিসে অনেক হুকুম রয়েছে, কুরআনে যার উল্লেখ নয়। যেমন গৃহ পালিত গাধা ও নখ বিশিষ্ট পাঞ্জা দ্বারা শিকারকারী হিংস প্রাণী খাওয়া হারাম, অনুরূপ ফুফু ও খালার সাথে কোন নারীকে বিয়ে করা হারাম। এসব বিধান কুরআনে নেই, তাই কুরআনের পাশাপাশি হাদিস গ্রহণ না করলে ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

হাদিসের প্রামাণিকতার পক্ষে হাদিসের দলিল:

অসংখ্য হাদিস প্রমাণ করে যে, হাদিস ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলিল ও তার উপর আমল করা ওয়াজিব। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি:

---

[25] বুখারি, ২১৯৮; মুসলিম, ১৫৫৫।

কতক হাদিস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত কুরআন ও গায়রে কুরআন সব ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি যা বলেছেন, বা যার স্বীকৃতি দিয়েছেন তা আল্লাহর নির্দেশে দিয়েছেন। তাই হাদিসের উপর আমল করার অর্থ কুরআনের উপর আমল করা, রাসূলের আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা; আর রাসূলের নাফরমানি করার অর্থ আল্লাহর নাফরমানি করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما حرم الله» رواه ابن ماجة

"সেদিনে বেশী দূরে নয়, কোন ব্যক্তি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আমার কোন হাদিস বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে কিতাবই যথেষ্ট, তাতে যা হালাল পাব, তা হালাল মানব এবং তাতে যা হারাম পাব, তা হারাম মানব। জেনে রেখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর হারাম করার ন্যায়”।[26]

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে:

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه».

“জেনে রেখ, আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ (হাদিস) দেয়া হয়েছে। জেনে রেখ, সেদিন দূরে নয়, কোন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তার চেয়ারে বসে বলবে: তোমরা এ কুরআনকে আঁকড়ে ধর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল জান এবং তাতে যা হারাম পাবে তা হারাম জান”।[27]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক বাণীতে বলেন:

«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق». رواه البخاري

[26] ইবনে মাজাহ, ১২।

[27] আবু দাউদ, ৪৬০৪।

“আমার এবং আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার কওমের নিকট এসে বলল: হে আমার কওম, আমার দু’চোখে আমি শত্রু বাহিনী দেখেছি, নিশ্চয় আমি স্পষ্ট সতর্ককারী, অতএব নিরাপত্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তার কওমের এক দল তার অনুসরণ করল, ফলে তারা বের হয়ে পড়ল ও তাদের অজান্তে জনপদ প্রস্থান করল, তারা নাজাত পেল। আর তার কওমের অপর দল তাকে মিথ্যারোপ করল, ফলে তারা নিজেদের জায়গায় ভোর করল, সকালে শত্রু বাহিনী তাদের উপর হামলা করে তাদের ধ্বংস ও সমূলে নিঃশেষ করে দিল। এ হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার আনুগত্য করল ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল; এবং ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার নাফরমানি করল ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা মিথ্যারোপ করল”।[28]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত মারফূ হাদিসে এসেছে:

«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله .... ».

[28] বুখারি, ৭২৮৩।

“যে আমার অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যে আমার নাফরমানি করল সে আল্লাহর নাফরমানি করল ...”[29]
অপর হাদিসে এসেছে:

«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى».

“আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করেছে। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন: যে আমার অনুসরণ করল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার নাফরমানি করল সে অস্বীকার করল”।[30]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক হাদিসে হাদিস আঁকড়ে ধরা, হজের বিধান ও ইসলামের নিদর্শনগুলো শিক্ষা করা, হাদিস শ্রবণ করা ও সংরক্ষণ করা এবং যে শোনেনি তাকে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তার উপর মিথ্যা বলা থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». رواه البيهقي وغيره

---

[29] বুখারি: (২৭৫২)

[30] বুখারি: (৬৭৬৪)

“আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি বস্তুকে রেখে দিয়েছি, তার পরবর্তীতে তোমরা গোমরাহ হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত। এ দু’টি বস্তু পৃথক হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট উপস্থিত হয়”।[31] তিনি আরো বলেছেন:

«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». رواه أبو داود

“অতএব তোমরা আমার সুন্নত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত আঁকড়ে ধর। খুব শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধর ও মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধর”।[32] তিনি অন্যত্র বলেন:

«صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري

“সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ”।[33] অন্যত্র বলেন:

«خذوا عني مناسككم». رواه النسائي

“আমার থেকে তোমরা তোমাদের হজের বিধানগুলো গ্রহণ কর”।[34] অন্যত্র বলেন:

---

[31] বায়হাকি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[32] আবু দাউদ ৪৬০৭।

[33] বুখারি, ৬৩১।

[34] নাসায়ি, ৩০৬২।

«نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ...». رواه الترمذي وغيره

“আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুন, যে আমার কথা শুনল, অতঃপর তা আত্মস্থ ও হিফাজত করল এবং তা পৌঁছে দিল। কখনো ফিকাহ (হাদিস) বহনকারী ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়...”।[35] অন্যত্র বলেন:

«إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

“আমার উপর মিথ্যা রচনা করা অন্য কারো উপর মিথ্যা রচনা করার মত নয়, যে আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।[36]

«لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ». رواه الترمذي. وقال حسن صحيح.

“তোমাদের কেউ অবশ্যই চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখবে, যার নিকট আমার কোন বিষয় আসবে, যার আমি নির্দেশ দিয়েছি

[35] তিরমিযি, ২৬৫৬।

[36] বুখারি, ১০৭।

অথবা যা থেকে আমি নিষেধ করেছি; অতঃপর সে বলবে: আমরা জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব, তারই অনুসরণ করব"।[37]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে যে ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন, তা এখন বাস্তব দেখা যাচ্ছে। কেউ সম্পূর্ণ হাদিসকে অস্বীকার করছে, কেউ তার অংশ বিশেষকে অস্বীকার করছে।

হাদিস অস্বীকার করার কতক অজুহাত:

প্রথম অজুহাত:

একশ্রেণী লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা হাদিসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাদের নিকট কুরআন ব্যতীত কোন কিছুর উপর আমল করা যাবে না। সন্দেহ নেই হাদিস অস্বীকারকারী এ শ্রেণীর লোক কাফের ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। কারণ এর মাধ্যমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে। তারা বিশ্বাস করেনি তিনি সন্দেহাতীত ও সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল, যা কুরআন ও তার আয়াতকে অস্বীকার করার শামিল। এ মত পোষণকারী কয়েকটি দল:

---

[37] তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: হাসান ও সহিহ।

এক. কট্টর রাফেযী তথা শিয়া সম্প্রদায়: তাদের নিকট সাহাবিরা সবাই কাফের, ফলে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না।

দুই. আহলে কুরআন অথবা কুরআনী সম্প্রদায়: তাদের সৃষ্টি ভারতে। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আহমদ খান ও আব্দুল্লাহ বকর আলাভি।

তিন. পাশ্চাত্য চিন্তা ধারায় প্রভাবিত কতক বুদ্ধিজীবী হাদিস অস্বীকার করেন, অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করেন।

দ্বিতীয় অজুহাত:

একশ্রেণীর লোক সব হাদিসকে নয়, বরং শুধু খবরে ওয়াহেদ অস্বীকার করেন। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা উদ্দেশ্য এক সনদে বা এক সূত্রে বর্ণিত হাদিস।

কয়েকটি বিদআতি দল এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুতাযিলা সম্প্রদায় এবং আবুল হাসান আশআরি ও আবুল মানসুর মাতুরিদির অনুসারীগণ। তারা আকিদার বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ করেন না, যদিও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়। তাদের দাবি একাধিক সনদ ব্যতীত আমরা হাদিস গ্রহণ করব না।

এ জাতীয় লোকের সংশয় নিরসন ও অজুহাতের কতক উত্তর:

এক. আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ۞ ﴾ [الحجرات: ٦]

“হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও”।[38]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং একজন ফাসেকের সংবাদ প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন। এর অর্থ আমরা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করব।

দুই. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিমরা মসজিদে কুবায় ফজর সালাত আদায় করতে ছিলেন, একজন সংবাদ দাতা এসে বলল, কেবলা কাবার দিকে ঘুরে গেছে, ইতোপূর্বে যা বায়তুল মাকদিসের দিকে ছিল। তারা তার সংবাদ শুনে সালাতেই কেবলার দিকে ঘুরে যান। যদি একজনের সংবাদ তাদের নিকট দলিল ও আমলযোগ্য না হত, তাহলে অবশ্যই তারা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বাক্ষীরূপে চাইত। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ তার সংবাদ গ্রহণ করে প্রমাণ করেন, খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা জরুরী।

তিন. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ ٦٧ ﴾ [المائدة: ٦٧]

---

38 সূরা হুজুরাত: (৬)

“হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও”।[39]

এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপর নাযিলকৃত রিসালাত পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহাবিদের প্রেরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে একস্থানে একজন দায়ী প্রেরণ করা সাধারণ নীতিতে পরিণত হয়েছিল, লোকেরা প্রেরিত দায়ীর সংবাদ গ্রহণ করত, তাকে আল্লাহ ও তাদের মাঝে আমানতদার জ্ঞান করত। দেখুন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তুমি তাদেরকে ইসলাম ও তাওহীদের দিকে আহ্বান কর। তিনি ছিলেন একা।

চার. যখন মদ হারাম করে আয়াত নাযিল হল, তখন তার প্রচারকারী ছিল মাত্র একজন। মদিনার লোকেরা তার সংবাদ শ্রবণ করে তাদের মদের পাত্রগুলো ভেঙে ফেলে। তারা বলেনি আমরা একজনের সংবাদ গ্রহণ করব না।

তৃতীয় অজুহাত:

---

[39] সূরা আল-মায়েদা: (৬৭)

এক শ্রেণীর লোক বিবেক সমর্থন করে না তাই হাদিস ত্যাগ করেন। হাদিস ত্যাগ করার এ ফেতনা প্রথম যুগের বিদআতিদের থেকে সূচনা হয়, যেমন মুতাযেলা ও তাদের অনুসারী আশায়েরা প্রমুখ কয়েকটি সম্প্রদায়। তারা বিবেক সমর্থন না করার অজুহাতে অনেক হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে যেসব হাদিসে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে, যেমন আল্লাহর সিফাত ও ঐসব বিষয় যা আমরা চোখে দেখি না। আশ্চর্য যা গায়েবি বিষয়, বা যা বিবেকের ঊর্ধ্বে তারা বিবেক দ্বারা কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে! আমাদের বুঝে আসে না। ঐ ফেতনা পর্যায়ক্রমে আমাদের যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, যখন বিবেককে খুব প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, দৃশ্য ব্যতীত অদৃশ্যকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম পরিচয়দানকারী এসব লোক কুরআন ও হাদিসের বাইরে বিবেককে প্রাধান্য দেয়ার নতুন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে।

হাদিসের প্রামাণিকতার উপর সাহাবিদের আমল:

সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অনুসরণ করেছেন, তার নির্দেশ পালন করেছেন এবং ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে তারা তার শরণাপন্ন হয়েছেন। তারা রাসূলের এত অনুসরণ

করতেন যে, কোন কারণ ও হিকমত জানা ছাড়াই তিনি যা করতেন তারা তাই করত, তিনি যা পরিহার করতেন তারাও তা পরিহার করত। যেমন ইমাম বুখারি ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বর্ণের আঙটি পরিধান করেছিলেন, ফলে লোকেরাও স্বর্ণের আঙটি পরিধান করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা এ বলে নিক্ষেপ করেন: "আমি কখনো তা পরিধান করব না, ফলে লোকেরাও তাদের আঙটি ফেলে দেন"।[40]

ইমাম আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতে ছিলেন, হটাৎ তিনি জুতো খুলে বাম পাশে রেখে দেন। যখন লোকেরা তাকে দেখল, তারাও তাদের জুতো নিক্ষেপ করল। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করে বলেন: তোমরা কেন তোমাদের জুতো নিক্ষেপ করেছ, তারা বলল: আমরা আপনাকে দেখেছি আপনি জুতো নিক্ষেপ করেছেন, তাই আমরাও আমাদের জুতো নিক্ষেপ

---

[40] বুখারি, ৫৮৬৭।

করেছি। তিনি বললেন: জিবরিল আমার নিকট এসে বলল যে, জুতোতে ময়লা রয়েছে”।[41]

হাদিসের প্রামাণিকতার পক্ষে ইজমায়ে উম্মত:

আমরা যদি আদর্শ পূর্বসূরি ও তাদের পরবর্তী ইমামদের পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমরা এমন কাউকে পাব না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ইমান, সামান্য কল্যাণ ও ইখলাস রয়েছে, তিনি হাদিসকে অস্বীকার করেছেন, বা তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি, তার দাবি অনুযায়ী আমল করেননি; বরং এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, তারা সকলে হাদিস আঁকড়ে ধরেছেন, তার আদর্শে আদর্শবান ছিলেন, অতি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তার উপর আমল করেছেন, এবং তার বিরোধিতা থেকে সতর্ক করেছেন। কারণ একটাই যে, হাদিস ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস, হাদিসের উপর নির্ভর করে কুরআনুল কারীম বুঝা ও তার অধিকাংশ আহকাম। অতএব সন্দেহ নেই হাদিসের প্রামাণিকতার উপর উম্মতের ইজমা ও ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং এ বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন দ্বিমত নেই। ইমাম শাফে‘ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যার নিকট

---

[41] আবু দাউদ, ৬৫০।

হাদিস প্রমাণিত হল, তার কোন সুযোগ নেই অন্য কারো কথায় তা ত্যাগ করা”।[42]

তিনি আরো বলেন: “আমি এমন কাউকে শুনিনি, যাকে মানুষ আহলে ইলম বলে অথবা যিনি নিজেকে আহলে ইলম বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে মেনে নেয়া, একমাত্র তার অনুসরণ করা, কোন অবস্থাতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদিস পরিহার না করা, কুরআন ও হাদিস ব্যতীত যাবতীয় বিষয় কুরআন ও হাদিসের অনুগত; আমাদের উপর, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মেনে নেয়া, তার সংবাদ গ্রহণ করা ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন”।[43]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء : ٥٩]

“অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে

---

[42] ই‘লামুল মুওয়াক্কিয়িন: (১/৫২৫)

[43] আল-উম্ম: (৭/৪৬০)

উৎকৃষ্টতর”।[44] এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম ইব্ন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “সকল উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, এ সম্বোধন আমাদের ও সকল মখলুকের প্রতি, যাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করা হবে ও যেসব রূহ শরীরে সঞ্চার করা হবে, হোক সে জিন বা মানুষ। যেমন এ সম্বোধন ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সবার প্রতি, তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে”।[45]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “জানা আবশ্যক যে, এমন কোন ইমাম নেই, উম্মতের নিকট যার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তিনি স্বেচ্ছায় ছোট কিংবা বড় কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছেন। কারণ তারা সবাই একমত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ওয়াজিব, প্রত্যেকের কথা গ্রহণ করা ও ত্যাগ করার সুযোগ রয়েছে, একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ব্যতীত”।

---

[44] সূরা আন-নিসা: (৫৯)

[45] আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম: (১/৯৭)

শুধু কুরআনের উপর আমল করা অসম্ভব:

গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে, শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করে শরীয়তের বিধি-বিধান বুঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। কারণ কুরআনের অনেক মূলনীতি রয়েছে, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আবার অনেক আয়াত রয়েছে দুর্বোধ্য, যার তাফসীর ও স্পষ্টকরণ জরুরী। তাই কুরআন বুঝা ও তার থেকে হুকুম বের করা হাদিস ব্যতীত সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে হাদিস না হলে কুরআনের অনেক বিধান অজানা থেকে যেত, বরং কুরআনের উপর আমল করা দুঃসাধ্য হত।

ইমাম ইব্‌ন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "কুরআনের কোথায় রয়েছে জোহর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এভাবে রুকু করতে হবে, এভাবে সিজদা করতে হবে, এভাবে কিরাত পাঠ করতে হবে ও এভাবে সালাম ফিরাতে হবে; আবার সিয়ামে কি ত্যাগ করতে হবে; স্বর্ণ, রূপা, বকরি, উট ও গরুর যাকাতের নিয়ম কি, তার সংখ্যা ও পরিমাণ কত; হজের মাসায়েল যেমন ওকুফে আরাফা কোন সময়, মুজদালিফা ও আরাফাতে সালাতের নিয়ম কি, পাথর নিক্ষেপ কিভাবে, ইহরামের নিয়ম কি, ইহরাম অবস্থায় কি করব; চোরের হাত কোথা থেকে কাঁটা হবে; মাহরাম হওয়ার জন্য দুধ পানের বয়স কত; কোন বস্তু ও কোন প্রাণী হারাম; যবেহ ও কুরবানির পদ্ধতি কি; হদ কায়েমের নিয়ম কি;

কিভাবে তালাক পতিত হয়; বেচাকেনার নিয়ম, সুদের বিস্তারিত বর্ণনা; বিচার, ফয়সালা ও দাবি-দাওয়ার সুরাহা ইত্যাদি। অনুরূপ কসম করা, মাল জমা সঞ্চিত করা, উন্নয়ন ও আবাদ করা ইত্যাদি ফিকাহের অধ্যায়গুলো কুরআনের কোথায় রয়েছে? বরং যদি কুরআন ও আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে তার উপর আমল করা। এসব বিষয় জানার একমাত্র উপায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। এ ছাড়া উম্মতের ইজমার সংখ্যা খুব কম, অতএব হাদিসে ফিরে যাওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই। যদি কোন ব্যক্তি বলে: কুরআনে যা পাই একমাত্র তাই গ্রহণ করব, অন্য কিছু নয়, তাহলে সবার ঐক্যমত্যে সে কাফের"।

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখিরকে বলা হয়েছিল: আমাদেরকে কুরআন ব্যতীত কিছু বলবেন না, তিনি বলেন: আল্লাহর কসম আমরাও তাই চাই, কিন্তু কুরআন সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিক জানেন কে?[46]

ইমরান ইবনে হুছাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল: "তোমরা আমাদেরকে শুধু হাদিস বল, অথচ তার কোন প্রমাণ

---

[46] অর্থাৎ আমরা কুরআনই চাই, কিন্তু আমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক কুরআন জানেন, তাই কুরআন বুঝার জন্যই তার হাদিস গ্রহণ করতে হবে।

আমরা কুরআনে পাই না”, ইমরান রেগে বললেন: তুমি আহমক, তুমি কি কুরআনের কোথাও পেয়েছি জোহর চার রাকাত, তাতে আস্তে কিরাত পড়তে হবে? অতঃপর তিনি সালাত ও যাকাত ইত্যাদির কথা বলেন। তিনি বলেন: তুমি এসব বিষয় কুরআনে বিস্তারিত পেয়েছ, নিশ্চয় পাওনি, এসব বিষয় কুরআন অস্পষ্ট রেখেছে, কিন্তু হাদিস তার ব্যাখ্যা দিয়েছে”।

প্রকৃতপক্ষে হাদিস থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তার উৎস কুরআনুল কারীম ও তার মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা নিজ ঘোষণায় কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই হাদিস আঁকড়ে ধরার অর্থ কুরআন আঁকড়ে ধরা, হাদিস ত্যাগ করার অর্থ কুরআন ত্যাগ করা। সাহাবায়ে কেরাম ও আদর্শ পূর্বসূরিগণ তাই বুঝেছেন। একদা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

«لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله».

“আল্লাহর লানত হোক সেসব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়; যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে, এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতকারী”। এ কথা বনু আসাদ বংশের জনৈক

মহিলা শুনে, যার নাম উম্মে ইয়াকুব, সে ইবনে মাসউদের নিকট এসে বলে: আমি শুনেছি আপনি অমুককে অমুককে লানত করেছেন? তিনি বললেন: আমি কেন তাকে লানত করব না, যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন, এবং যার কথা আল্লাহর কুরআনে রয়েছে! সে বলল: আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু আপনি যা বলেন তা তো পাই নি? তিনি বললেন: তুমি কুরআন পড়লে অবশ্যই পাইতে, তুমি কি পড়নি:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ٧﴾ [الحشر: ٧]

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যার থেকে তোমাদের নিষেধ করে তার থেকে বিরত থাক"।[47] সে বলল: অবশ্যই, তিনি বললেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন"।[48]

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করা ওয়াজিব, এবং আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে হাদিস কুরআনের সমমর্যাদার। হাদিস থেকে বিমুখ হওয়া প্রকৃতপক্ষে কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর

---

[47] সূরা আল-হাশর: (৭)

[48] বুখারি: (৪৮৮৬)

আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানি করা। অতএব গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ কুরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরা।

সমাপ্ত